সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ

গুরুত্ব ও তাৎপর্যঃ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام علي سيد الانبياء والمرسلين وعلي اله وصحبه اجمعين

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ (العمران: 104-108)

অর্থাৎঃ তোমাদের কিছু লোক যেন এমন থাকে যারা সদা কল্যাণের দিকে ডাকে, সৎকাজের আদেশ করে, অসৎকাজে নিষেধ করে। (যারা এমন করে) তারাই সফল।

(সাবধান!) তোমরা তাদের মত হইও না! যারা বিরোধ করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, অথচ তাদের কাছে বিদ্যমান ছিল সুস্পষ্ট প্রমান। (যারা এমন করে) তাদের তরে মহা আযাব।

সেদিন (বিচার দিনে) কিছু মুখ হবে উজ্জল আর কিছু মুখ মলিন। মলিন মুখীদের বলা হবেঃ তোমরা ঈমানের পর কুফর করেছিলে? এই কুফরের পরিণতিতে আযাব আস্বাদন কর।

আর যাদের মুখ উজ্জল হবে তারা থাকবে আল্লাহর রহমতে (জান্নাতে)। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

ইহা আল্লাহর বিধান। আমি ইহা যথাযত ভাবে বর্ননা করছি। আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি অবিচার করেন না। (৩ আল-ই'মরানঃ ১০৪-১০৮)

বিশ্লেষণঃ

১০৪ তম আয়াতে আদেশ দেয়া হচ্ছেঃ আমরা যেন সর্বদা এমন কিছু মানুষ নিযুক্ত রাখি যারা কল্যাণের দিকে ডাকে, "সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ করে"। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এটাই হবে তাদের পেশাগত দায়িত্ব।

মুসলিম সমাজকে সঠিক ভাবে পরিচালনা এবং সামাজিক ঐক্য অটুট রাখার জন্য "সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ" অতি গুরুত্বপূর্ন একটি কর্ম পদ্ধতি।

১০৫ তম আয়াতে বলা হচ্ছেঃ আগেকার জাতি সমূহ বিরোধ করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অথচ তাদের কাছে নবী, রাসূল, কিতাব ইত্যাদি সুস্পষ্ট প্রমানাদি বিদ্যমান ছিল। তাই দয়াময় আল্লাহ আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেনঃ আমরা যেন তাদের মত না হই। আর কেউ এমন হলে তাদের তরে মহা আযাব।

উপরের আয়াতের সাথে এই আয়াতকে মিলালে বুঝা যায়ঃ “সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ” করার নীতি কার্যকর না থাকলে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখা যাবে না। তখন সমাজ ভেঙ্গে পড়বে, কারনে অকারনে বিভাজন তৈরি হবে এবং ভিন্নমত সমূহ ভিন্ন পথে রূপান্তরিত হয়ে মুসলমানরা দলেদলে বিভক্ত হয়ে যাবে। যা বর্তমানে দিবালোকের মত স্পষ্ট ও পরিষ্কার।

১০৬ তম আয়াতে আখেরাতের কথা বলা হচ্ছেঃ সেদিন কারো মুখ হবে উজ্জল আর কারো মলিন। মলিন মুখীদের বলা হবে ঈমান আনার পর তোমরা কুফর করে ছিলে। এই কুফরের ফলেই আজ তোমাদের জন্য মহা আযাব।

এই আয়াতকে উপরের আয়াতের সাথে মিলালে বুঝা যায়ঃ “সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ” ছেড়ে দেয়া কুফর। আর এই কুফরের পরিণতিতে উভয় জগতেই সাজা ভোগ করতে হবে।

আসলে “সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ” না করা সরাসরি কুফর নয়। বরং আল-ক্বুরআনের মুহকাম আয়াতে বর্নিত আল্লাহর আদেশ। তবে এমন আদেশ মেনে নেয়া ফরজ আর অমান্য করা কুফর। তাই নীতিগত ভাবে “সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ” করার নীতি অমান্য করলে অবশ্যই কুফর হবে এবং এজন্য উভয় জাহানে সাজা ভোগ করতে হবে।

১০৭ তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ বিচার দিনে যাদের মুখ উজ্জল হবে তারা আল্লাহর রহমতে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

এই আয়াতকে উপরের আয়াত সমূহের সাথে মিলালে বুঝা যায়ঃ যারা “সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ” করার নীতি মেনে চলবে তারা আল্লাহর রহমতের আওতাধীন হবে এবং তারাই হবে চির জান্নাতী।

১০৮ তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ ইহা আল্লাহর বিধান। তিনি যথাযত ভাবে ইহা বর্ননা করছেন। আল্লাহ বিশ্ববাসির প্রতি অবিচার করেন না।

পর্যালোচনাঃ আমরা জানি, বিশ্ব মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আ’লামীন পবিত্র ক্বুরআনে বারবার তাকিদ দিয়েছেন।

পৃথিবীর পুর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিন পর্যন্ত সকল মুসলিম থাকবে ঐক্যবদ্ধ, একই সমাজের আওতাধীন। ইহাই ইসলামের বিধান, ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখার মূল শক্তি ঐক্যবদ্ধ চেতনা ও প্রেরণা। ইসলাম আমাদেরকে এই চেতনা ও প্রেরণা দিয়েছে। এখন ইহা ধরে রাখার দায়িত্ব আমাদের।

ইসলামের এই ইস্পাত কঠিন চেতনা ধরে রাখতে হলে আমাদেরকে

- ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হবে।
- বিভ্রান্তি ও দলাদলি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কারন..
  - দলাদলি মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেয়।
  - বিভ্রান্তি ঈমানের উপর অবিচল থাকতে দেয় না।
  - আর অবিচল না থাকলে চেতনা মরে যায়।

একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য দলাদলিই যথেষ্ট। কারন দলাদলি বিভাজন তৈরি করে আর বিভাজন সমাজ ও জাতিকে ধ্বংস করে।

ইসলাম দলীল ভিত্তিক ভিন্নমতের সুযোগ দিয়েছে। মানুষকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে। ইহা ইসলামের উদারতা।

কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ এই উদারতার অপব্যবহার করে ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে। আর এভাবে বিভক্তি আর বিভাজন হতে হতে মুসলিম সমাজটা আজ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে।

আমাদের সামাজিক অধঃপতনের কারন অনেক। এই কারন সমূহের প্রধান একটি হচ্ছেঃ "সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ" এর মত কার্যকর নীতি থেকে পিছু হটা।

"সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ" সামাজিক ভাবে কার্যকর থাকলে এবং এতে সরকারের পৃষ্টপোষকতা ও সমর্থন অব্যাহত থাকলে স্বার্থান্বেষী মহল মাথাচাড়া দিতে পারত না। তখন এদের দুরভিসন্ধি অঙ্কুরেই দমন করা সম্ভব হত।

আর বর্তমানে আমাদের বিভক্ত ও বিভ্রান্ত সমাজকে আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে হলে "সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ" এর নীতিকেই যথাযত গুরুত্ব দিয়ে কার্যকর করতে হবে।

পরিচিতিঃ

"সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ" বাংলা শব্দ। আরবীতে বলা হয় "আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আ'নি-ল-মুনকার"। الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

আরবী امر (আমর) শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।
এর একটি হচ্ছে "বিষয়"। আমর শব্দটি মাঝে মাঝে বিষয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ
من يدبر الامر - في امرنا هذا

এর একটি অর্থ "সিদ্ধান্ত"। আমর শব্দটি মাঝে মাঝে সিদ্ধান্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ
اذا قضا امرا - اذا عزمت الامر

তবে আরবী امر (আমর) শব্দটি "আদেশ" অর্থেই খ্যাত এবং ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত। আর نهي (নাহি) শব্দটি ও আসলে এক প্রকার আদেশই। হাঁ বাচক আদেশকে আরবীতে امر (আমর) আর না বাচক আদেশকে نهي (নাহি) বলা হয়, বাংলাতে বলা হয় নিষেধ। আর মা'রুফ অর্থ কল্যাণ এবং মুনকার অর্থ অকল্যাণ।

সে মতে "আমর বিল মা'রুফ" অর্থ কল্যাণের আদেশ আর "নাহি আ'নিল মুনকার" অর্থ অকল্যাণের নিষেধ। আমাদের সমাজে ইহাই "সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ" হিসাবে খ্যাত ও পরিচিত।

উসুলে ফিক্বহ এর কিতবাদিতে امر (আমর) এর সংজ্ঞা দুই ভাবে দেয়া হয়।
طلب الفعل علي سبيل الاستعلاء - طلب الفعل لزوما

অর্থাৎ কর্তৃত্ব বজায় রেখে অধ্যাদেশ জারি করা। বাধ্যতা মূলক ভাবে কাজটি করতে বলা। সংজ্ঞা দুই ভাবে হলে ও বিষয় বস্তু আসলে একই।

উল্লেখিত সংজ্ঞা মতে আদেশ দাতাকে আদেশ গ্রহিতার উপর কর্তৃত্বশীল হতে হবে এবং আদেশকৃত কাজ আদায় করিয়ে নিতে সক্ষম হতে হবে। সাথে সাথে আদেশ বাস্তবায়নে পুরস্কার আর আদেশ লঙ্ঘনে সাজা দেয়ার অধিকার ও ক্ষমতা থাকতে হবে। এমন হলেই ইহা امر (আমর) তথা আদেশ হিসাবে গণ্য হবে।

তাইত উসুলে ফিক্বহ এর কিতাব সমূহে বলা হয়েছেঃ
ترك الامر معصية و جزاء المعصية العقاب

"আদেশ লঙ্ঘন পাপ আর পাপের পরিণতি সাজা"। তাই আদেশ লঙ্ঘিত হলে সাজা দানে অক্ষম ব্যক্তির আদেশ সূচক শব্দকে উসুলের পরিভাষায় আদেশ বলা হয় না।

আর এজন্যই উসুলে ফিক্বহ এর সূত্র মতে আদেশ সূচক শব্দের ব্যবহারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ امر التماس و عرض তথা আদেশ, অনুরোধ ও আবেদন।

আদেশঃ কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি তার অধীনস্থদের জন্য আদেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করলে এবং এ আদেশ পালন করা বাধ্যতামূলক মনে করলে আইনের ভাষায় ইহাকে আদেশ বলা হয়।

অনুরোধঃ সমমানের ব্যক্তি একে অন্যকে আদেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করে কিছু বললে আইনের ভাষায় ইহাকে অনুরোধ বলা হয়।

আবেদনঃ অধীনস্থ কেউ উর্ধতন কারো কাছে আদেশ সুচক শব্দ ব্যবহার করে কিছু বললে আইনের ভাষায় ইহাকে অনুরোধ বা দোয়া বলা হয়।

অধিকারীঃ ইসলামী বিধান মতে আদেশ দেবার বা অধ্যাদেশ জারি করার একক অধিকার আল্লাহর। মহান আল্লাহই এর একমাত্র বৈধ অধিকারী। ইরশাদ হচ্ছেঃ

...তারা বলে আমাদের কি কোনো কর্তৃত্ব নাই? বলে দাও! সকল কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর ...। (৩ আল-ই'মরানঃ ১৫৪)

তবে হাঁ.. মহান আল্লাহ তদীয় রাসূলকে ক্ষেত্র বিশেষে আদেশ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আর রাসূল সাঃর প্রতিনিধি হিসাবে এই ক্ষমতা ইসলামী সরকার প্রধানের উপর এসে যায়। তাই আল্লাহর দেয়া মূলনীতি ঠিক রেখে পরিবেশ পরিস্থিতির কারনে সামাজিক পরিসরে সরকার প্রধান অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা রাখেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

মুঅমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর (কারন ইহাই আনুগত্যের মূল)। আর আনুগত্য কর রাসূল ও তোমাদের কর্তা ব্যক্তিদের। আল্লাহর ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাকলে অমিমাংসিত যাবতীয় বিষয় নিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের (শারিয়া'হ আইনের) কাছে ছুটে যাও। (৪ নিসাঃ ৫৯)

পদ্ধতিঃ যেহেতু আদেশ নিষেধের সাথে শক্তি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব জড়িত। আর মানুষের শক্তি বা ক্ষমতা সর্বদা সমান থাকে না। বরং স্থান, কাল, পাত্র, অবস্থা, পরিস্থিতি ইত্যাদি নানা কারনে তাতে পরিবর্তন আসে। তাই "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" এর মত ব্যাপক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আল্লাহ মানুষকে সাধ্য মত পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ দিয়েছেন। বর্নিত হচ্ছেঃ

তারিক বিন শিহাব থেকে বর্নিত, (হাদীছটি অন্য রাবী আবু বকরের) তিনি বলেনঃ ঈদে নামাযের আগে খুতবার প্রচলন (উমাইয়্যাহ খালীফাহ) মারওয়ানই প্রথম শুরু করেন। (রাসূল সাঃ ও পরবর্তি খালীফাহগণ আগে নামায পড়তেন তারপর খুতবাহ দিতেন)। (মারওয়ান নামাযের আগে খুতবাহ শুরু করলে) এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বললঃ "আগে নামায পরে খুতবাহ"।

মারওয়ান বললঃ এই নিয়ম পরিত্যাজ্য হয়ে গেছে।

ইহা শুনে আবু-সাঈদ আল-খুদরী রাঃ বললেনঃ ওই ব্যক্তি তার দায়িত্ব করেছে। আমি রাসূল সাঃকে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কেউ অন্যায় দেখলে সে যেন হাত দিয়ে (বল প্রয়োগে) ইহা বদলে দেয়। যদি না পারে তবে যেন মুখ দিয়ে ইহা বদলে দেয়। তাও যদি না পারে তবে যেন অন্তর দিয়ে ইহা বদলে দেয় (বদলে দেয়ার পরিকল্পনা করে) আর ইহা হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান। (মুসলিমঃ ঈমান অধ্যায়ঃ ৪৯)

অবস্থানঃ উল্লেখিত হাদীছ থেকে বুঝা গেল স্থান কাল পাত্র ভেদে "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" এর বেলায় আমাদের তিনটি অবস্থান হতে পারে।

- শক্তি বা ক্ষমতা থাকলে বল প্রয়োগ করে ইহাকে বদলে ফেলা।
- বল প্রয়োগে সক্ষম না হলে মুখ দিয়ে বদলে ফেলা।
- মুখ দিয়ে বদলাতে সক্ষম না হলে অন্তর দিয়ে বদলে ফেলা।

ইহাকে দুর্বলতম ঈমান বলা হয়েছে। মানে এরচেয়ে নীচে ঈমানের কোনো স্থান নাই।

ভুল ধারনাঃ "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" নিয়ে আমাদের সমাজে অনেক ভুল ধারনা প্রচলিত আছে। যেমনঃ

- আমাদের সমাজে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন মানুষকে সৎপথে ডাকলে বা সৎকাজের আহবান জানালে অনেকে মনে করেন "উনি সৎকাজের আদেশ দিচ্ছেন"। কিন্তু আসলে ইহা আদেশ নয়, বরং আবেদন, অনুরোধ বা আহবান।

হাদীছে "অসৎকাজে নিষেধ" এর যে তিনটি স্তর বর্নিত হয়েছে, এই প্রতিটি স্তর নিয়ে ও আমাদের সমাজে ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে। যেমনঃ

- "অসৎকাজে নিষেধ" এর ১ম স্তর হিসাবে অনেকে মনে করেন "শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায় কাজটি বন্ধ করে দেয়া"। কিন্তু হাদীছের ভাস্য মতে এতটুকু যথেষ্ট নয়। বরং অন্যায় বন্ধ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
- "অসৎকাজে নিষেধ" এর ২য় স্তর হিসাবে অনেকে মনে করেন "অন্যায়ের প্রতিবাদ করা"। কিন্তু হাদীছের ভাস্য মতে এতটুকু যথেষ্ট নয়। বরং প্রতিবাদ ও

দাওয়াত অব্যাহত রাখতে হবে। জনগণকে সচেনত করে তুলতে হবে এবং সময় ও সুযোগ বুঝে অন্যায়কে বদলে দিয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

- "অসৎকাজে নিষেধ" এর ৩য় স্তরে অনেকে মনে করেন "মনে মনে ঘৃনা করা"। কিন্তু হাদীছের ভাস্য মতে মনে মনে ঘৃনা করা যথেষ্ট নয়। বরং পরিবর্তনের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, দিন বদলের অপেক্ষা করতে হবে এবং সময় ও সুযোগ এলে অন্যায়ের বদলে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" আসলে দ্বীন কায়েমের পর প্রতিষ্ঠিত সমাজকে ঠিকিয়ে রাখার উত্তম ব্যবস্থা। কেন্দ্রের পৃষ্টপোষকতায় স্থানীয় সরকারের তত্বাবধানে নিম্ন লিখিত পদ্ধতিতে কাজটি পারিচালিত হতে পারে।

- যোগ্য, দক্ষ ও কর্মঠ একদল উলামাকে একাজে নিয়োগ দেয়া।
- উনাদেরকে বিচারিক (ম্যাজিস্ট্রেট) ক্ষমতা ও মর্যাদা দেয়া এবং স্থানীয় পুলিশকে সহযোগিতার আদেশ দিয়ে রাখা।
- উনাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া এবং আত্মরক্ষার্থে আধুনিক ছোট অস্ত্র সঙ্গে দেয়া।
- উনাদের নেটওয়ার্ককে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আনা এবং যুগ উপযুগী বাহন সরবরাহ করা।

ফিক্বহঃ "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। পুরুষ, নারী, উলামা, আমলা, জনতা, সবার উপরই ইহা ফরজ হয়। তবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম এবং সরকারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট লোকবল নিয়োগ থাকলে অন্যরা দায়মুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ সাধারণত কাজটি ফারজ কিফায়া তথা সামাজিক ফরজ। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামর্থবান ব্যক্তিবর্গের জন্য ইহা ফারজ আইন হয়ে যায়।

মর্যাদাঃ "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" আমাদের জাতীয় মর্যাদার প্রতীক। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তোমরাই শ্রেষ্ট জাতি। মানবতার কল্যাণে তোমাদের পাঠানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে আর আল্লাহর উপর ঈমান আনবে...। (৩ আল-ই'মরানঃ ১১০)

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আমরা শ্রেষ্ট জাতি হবার পিছনে "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" এই দায়িত্বের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অর্থাৎ এই দায়িত্ব পালন করলেই আমরা শ্রেষ্ট জাতি হিসাবে মর্যাদা পাব।

না করার পরিণতিঃ "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" না করার পরিণতি বড় ভয়াবহ। নিম্নে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

১. বিভ্রান্তি ও অভিশাপঃ "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" না করার পরিণতি অনেক। এর একটি হল বিভ্রান্তি ও অভিশাপ। যে জাতি "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" ছেড়ে দেয় তারা বিভ্রান্ত এবং অভিশপ্ত হয়ে যায়। যেমন হয়েছে বানী-ইসরাঈল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

বনী-ইসরাঈলী কাফিরদের অভিশাপ দেয়া হয়েছে দাউদ ও ঈসা বিন মারয়ামের মুখে। এর কারন তাদের অবাধ্যতা ও সীমা লঙ্ঘন। তারা অন্যায় কাজে নিষেধ করত না। (অসৎকাজে নিষেধ না করে) তারা যা করেছে ইহা খুবই জঘন্য। (৫ মাইদাহঃ ৭৮,৭৯)

২. ইবাদাত বন্দেগী কবুল না হওয়াঃ "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" না করার পরিণতি সমূহের একটি হচ্ছে ইবাদাত বন্দেগী কবুল না হওয়া। যেসব মানুষ "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" ছেড়ে দেয় তাদের ইবাদাত বন্দেগী কবুল হয় না। বর্নিত হচ্ছেঃ

আইশাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ একদা আমার ঘরে এলেন। তাঁর চেহারায় বিষন্নতার ছাপ ছিল, যেন কিছু ঘটেছে। তিনি অযু করে কিছু না বলে বেরিয়ে (মসজিদে চলে) গেলেন। রাসূলের কথা শুনার জন্য আমি হুজরার কিনারে এলাম। তিনি মিম্বরে আরোহণ করে হামদ ও ছানার পর বললেনঃ লোক সকল! মহান আল্লাহ আদেশ দিচ্ছেনঃ তোমরা "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" কর। নতুবা এমন এক দিন আসবে যখন

- তোমরা দোয়া করবে কিন্তু কবুল করা হবে না,
- তোমরা প্রার্থনা করবে কিন্তু দেয়া হবে না,
- তোমরা সাহায্য চাইবে কিন্তু সাহায্য করা হবে না।

এটুকু বলে তিনি মিম্বর থেকে নেমে আসলেন।

সূত্রঃ সাহীহ ইবন হিব্বানঃ ২৮৯, মুসনাদ আহমাদঃ ২৪০৯৪। ইবন হিব্বানের তাহকীকে হাদীছটি সাহীহ। আর শাইখ আলবাণীর তাহকীকে হাসান লি গাইরিহী, সাহীহ আল-তারগীব আল-তারহীবঃ ২৩২৫।

৩. আল্লাহর আযাবঃ "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" না করার পরিণতিতে যেসব বিপর্যয় নেমে আসে এর অন্যতম হল আল্লাহর আযাব। বর্নিত হচ্ছেঃ

জারীর বিন আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যখন কোনো জাতি পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং শক্তি সামর্থ থাকা সত্বেও লোকজন ইহা বদলে দেয় না। তখন আল্লাহ তাদেরকে অন্ধ আযাব দেন। (ইবন মাজাঃ ৩৯৯৯, মুসনাদ আহমাদঃ ১৮৩৯৬। শাইখ আলবাণী বলেছেনঃ হাদীছটি হাসান।)

জারীর (বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী) রাঃ বলেন, আমি রাসূল সাঃকে বলতে শুনেছিঃ কোনো সমাজে যদি পাপাচার হয় আর ইহা বদলে দিতে সক্ষম হয়ে ও লোকজন তা না করে তবে আল্লাহ তায়া'লা মৃত্যুর আগে তাদেরকে আযাব দেন। (আবু-দাউদঃ কিতাবু-ল-মালাহিম, ইবন মাজাঃ কিতাবু-ল-ফিতান)

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হেদায়াত এবং সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালনের তাওফিক দান করুক।

বিঃ দ্রঃ= এই লেখাটি আসলে একটি সেমিনারে দেয়া বক্তৃতার অনুলিপি।

Visit www.muftisaeed.org.uk